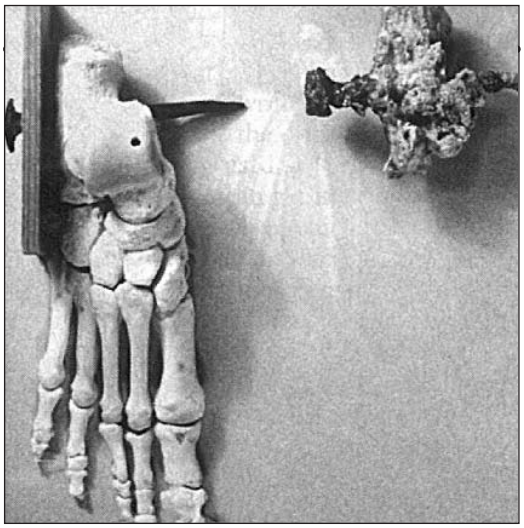

বাইবেলের সত্য উদ্‌ঘাটন

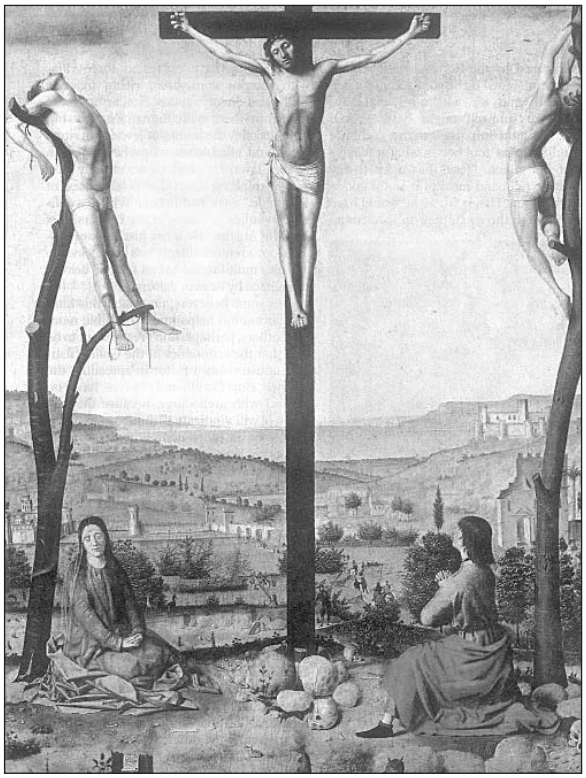

wkíxi `wó‡Z hxï i µ‡k we× nIqvi Qwe| Dc‡i BmivBjx kn‡i cvß µmwe× cv‡qi nwo| G‡Z cgvY nq hxï i cv‡qi cvZvi Ici bq, `B cv‡k AvovAwofv‡e †c‡iK †M‡_ †`qv n‡qwQj

লিখেছেন **কাশতান হাবিব**

ইসরায়েল দেশটি সম্পর্কে বলা হয়, দেশের আয়তনের চেয়ে এর ইতিহাস বড়। কিবুৎজুবা এই ইসরায়েলেরই একটি ঐতিহাসিক শহর। জেরুজালেম থেকে তেলআবিব যাওয়ার পথে কয়েক মাইল পরেই কিবুৎজুবা। এই শহরের আনাচে-কানাচে, ভূগর্ভে লুকিয়ে আছে সভ্যতার শুরুর দিকে গড়ে তোলা দেয়াল, আছে এমন সব গুহা ও জলাশয়, যেখানে পদচারণা ছিল যিশুর সমসাময়িক লোকজনের। এদের অন্যতম বাইবেলে বর্ণিত জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট, যার জন্ম এই শহর থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদ শিমন গিবসনের একটি বইয়ে এসব দাবি করা হয়েছে।

ইসরায়েলের লুকানো ইতিহাস নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। ঐতিহাসিক সত্যতার প্রমাণ হিসেবে এখানকার বহু স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বহু পুরনো মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরো বা পার্চমেন্টের ছেঁড়া পাতা। ইসরায়েলি প্রত্নতত্ত্বর জনক ইগায়েল ইয়াদিন দেখিয়েছিলেন যে, আজ থেকে ৩২০০ বছর আগে জশুয়ার (ইয়াশোহা) বিজয়ের মাধ্যমে ইহুদিরা দখল করেছিল ইসরায়েলের মাটি। অনেকে আবার এমন মতও দেন যে, বাইবেলে বর্ণিত ইসরায়েলে ইহুদিদের বসবাসের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই- পুরো ব্যাপারটাই 'জায়োনিজম'কে জোরালো করার চেষ্টা (জায়োনিজম হলো ইসরায়েলকে ইহুদি ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার আন্দোলন)। ইসরায়েলকে নিয়ে খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের এই বাগ্-বিতন্ডা অবশ্য প্যালেস্টাইন সমস্যার কারণে ইদানীং স্তিমিত। গত চার বছরে ইসরায়েলে ঐতিহাসিক খননের কাজ ৪৫ থেকে কমে ৪-এ নেমে এসেছে। অন্যদিকে আরব ও ইহুদি দু'দলেরই আশঙ্কা যে, ইসরায়েলের অধিকাংশ খননকাজ ক্ষমতাশালী খ্রিষ্টধর্মী আমেরিকানদের দ্বারা পরিচালিত। এই আমেরিকানরা বাইবেলের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টায়ই ব্যতিব্যস্ত, যার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব এখনো পাওয়া যায়নি।

ইসরায়েলের অন্যতম খ্যাতিমান প্রত্নতত্ত্ববিদ শিমন গিবসন, যিনি গত তিন বছর ধরে পরীক্ষা করছেন কিবুৎজুবার একটি গুহা। গিবসনের বিস্ময়কর দাবি যে, এই গুহার ভেতরে একটি মানবনির্মিত পুল আছে, যে পুলে দাঁড়িয়ে জন এবং সম্ভবত স্বয়ং যিশু মানুষকে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করতেন। ইতিমধ্যে বহু গবেষক এই তথ্যের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সত্যিই যদি গুহাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এতটা হয়, তবে খ্রিষ্টানদের জন্য এ গুহা পরিণত হবে অন্যতম এক ধর্মীয় স্থান।

যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রত্নতত্ত্ব খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা ইসরায়েলে চলে আসছে শুরু থেকেই। সেই চতুর্থ শতাব্দীতে সেন্ট হেলেনা আবিষ্কার করেছিলেন 'ট্রু ক্রস'-এর টুকরো। ২০০২ সালেই একজন অ্যান্টিক সংগ্রাহক দেখিয়েছেন এমন এক পাথরের বাক্স, যাতে লেখা আছে- বাক্সের ভেতরে আছে যিশুর ভাই জেমসের ভস্ম। চতুর্থ শতাব্দীই হোক আর একবিংশ শতাব্দী- যিশু সম্বন্ধীয় প্রত্নতত্ত্বকে দেয়া হয় ভীষণ গুরুত্ব। 'ট্রু ক্রস'-এর সেই টুকরো ছুঁইয়ে মৃতকে বাঁচানোর চেষ্টা হয়েছে তখন। আর 'জেমসের ভস্ম' সংবলিত বাক্স বিক্রি হয়েছে ২০লাখ ডলারে। দুটি প্রমাণকেই এখন বুজরুকি বলে ধারণা করা হচ্ছে। দু বছর আগে 'ট্রু ক্রস'-এর টুকরো বলে কথিত অংশটি, যা কি না সেন্ট হেলেনার আবিষ্কার বলে কথিত এবং এই টুকরোটি নাকি 'টিটালাস' নামের এক ঐতিহাসিক কাঠের টুকরো, যে কাঠে লেখা ছিল 'নাজারেথের যিশু, ইহুদিদের রাজা'- সেই কাঠ আদৌ চতুর্থ শতাব্দীর নয়! বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে টুকরোটি দশম এবং দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনো সময়ে তৈরি। বলা বাহুল্য, জেমসের শবাধারও নকল বলে দাবি

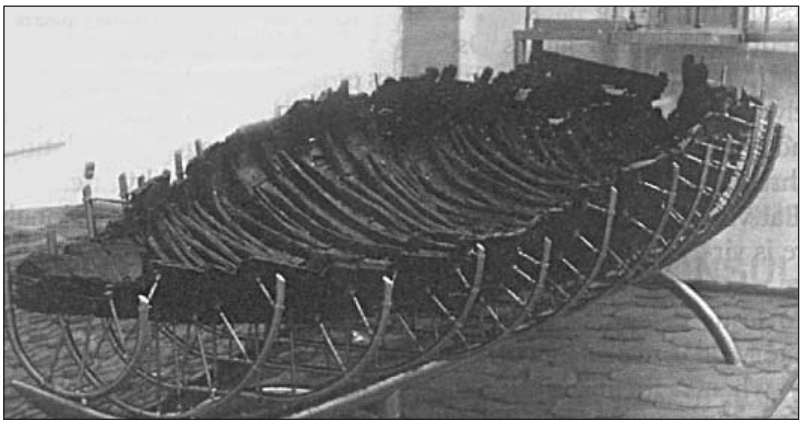

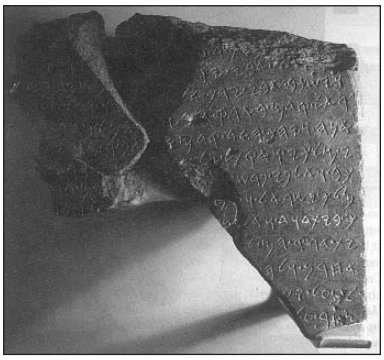

hxïi mgqKv‡ji cvß †bŠKvi aŸsmve‡kl Ges cvPxb Bû`x AvB‡bi wkjvwjwc

করছেন এরিক মেয়ারস, একজন ইহুদিবিদ্যার দার্শনিক।

নাজারেথ থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সেফোরিস সম্প্রতি আবিষ্কৃত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাইবেলীয় এলাকা। বাইবেলে এ এলাকার নাম না থাকলেও অধ্যাপক স্ট্রেঞ্জ মনে করেন, 'ম্যাথিউ ৫:১৪-তে বর্ণিত 'পাহাড়ের ওপর শহর' বলতে এ শহরের কথাই মনে করেছিলেন যিশু। শহরটি রোমানরা তৈরি করেছিল যিশুর জন্মের সময়ের দিকেই, পরে আবারও শহরটি মেরামত করে। সম্ভবত যিশু নিজেও এ শহরে কাজ করেছেন। স্ট্রেঞ্জ বলেন, 'ধনীদের ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন যিশু এবং বেশির ভাগ মন্তব্যই প্রশংসাসূচক নয়। এই সেফোরিস শহরেই যিশুর সঙ্গে ধনীদের দেখা হয়েছিল, নাজারেথে নয়।' প্রত্নতত্ত্ববিদরা এ শহর খুঁড়ে তিনটি বিশাল বাড়ি পেয়েছেন, যেখানে আছে কারুকাজ করা দেয়াল, খোলা উঠান আর বিলাস সামগ্রী- ঠিক যেমন বাড়ি পাওয়া গেছে রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র। বাড়িগুলো অবশ্যই ইহুদিদের কেননা। বাড়িগুলোতে ইহুদিদের গোসলখানা আছে এবং বোঝা যায় যে, অধিবাসীরা ইহুদি আচার-আচরণ পালন করতো। ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের ধর্ম প্রফেসর এল মাইকেল হোয়াইট বলেন, 'এ বাড়িগুলো যিশুর সময়ের জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে নতুন ধারণা দিয়েছে। যিশু শুধুই একটি গ্রামের গরিব কৃষক নন, তার গ্রামের পাশেই একটি বিলাসবহুল শহর আছে, যেখানকার অধিবাসীরা রোমান সংস্কৃতিতে অনুরক্ত।'

সাম্প্রতিক সময়ে আবিষ্কৃত এ ধরনের প্রত্মতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, বাইবেলে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনাই সত্য এবং প্রমাণ সাপেক্ষ। যদিও ইব্রাহীম এবং অন্য ধর্ম প্রচারকদের অস্তিত্ব এখনো প্রমাণ করা যায়নি। এক্সোডাস বা খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০ অব্দে মিসর থেকে ইহুদিদের দলবদ্ধ প্রস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায় হাতে গোনা কিছু। প্রমাণ আছে প্যালেস্টাইনে গিয়ে মিসরীয়রা ক্রীতদাস হিসেবে বন্দি নিয়ে আসত। কিন্তু মিসর থেকে লাখ লাখ ক্রীতদাস মরুভূমি পেরিয়ে সিনাই এলাকায় চলে যাওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিছু কিছু ঘটনার অবশ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন মের্নেপ তাহস্টেল নামের মিসরীয় আর্টিফ্যাক্ট থেকে জানা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ সালে ফারাও সৈন্যদল যুদ্ধে পরাজিত করে ইসরায়েলিদের। অথচ সে সময়ে পুণ্যভূমিতে ইহুদিরা থাকত না বলে দাবি গোঁড়া ইহুদিদের। বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে এতটাই ঝুঁকিপূর্ণ যে, জেরুজালেমের পণ্ডিত ক্লেয়ার ফ্যান বলেন, গোঁড়া মিনিম্যালিস্টরা দাবি করেছে 'জায়োনিস্ট'কে মিথ্যা প্রমাণ করতেই এসব ঘটনা সাজানো হচ্ছে।

এই বিতর্কিত ভূমিতে গিবসন তিন বছর ধরে গবেষণা চালান। কিন্তু গুহায় প্রাপ্ত তথ্যগুলো কোনো বৈজ্ঞানিক প্রকাশনায় প্রকাশ না করে কেন গিবসন একেবারে বই লিখে ফেললেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রনি রিচ নামের আরেক প্রত্নতত্ত্ববিদ বলেন, 'আমি এই সাফল্যের আনন্দ নষ্ট করতে চাচ্ছি না। কিন্তু আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে!'

গিবসন লিখেছেন যে, ১৯৯৯ সালে প্রথম তিনি হামা দিয়ে গুহাটিতে প্রবেশ করেন। একটি দেয়ালে তিনি দেখতে পান একজন রোগা লোকের প্রতিকৃতি, আশীর্বাদ দেয়ার ভঙ্গিতে এক হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। গিবসন দেখেই চিনে ফেললেন, এটা জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের ছবি। গিবসন দুটো জিনিস বুঝতে পারলেন। গুহাটা পরীক্ষা ও গবেষণা করলে সুফল পাওয়া যাবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করাও কঠিন হবে না। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছ থেকে চাঁদা জোগাড় করে গিবসন ঢুকলেন গুহায়। ২০০০-এর মার্চ মাসে দু'জন সহযোগী ছাত্র নিয়ে গুহার ডান দিকে একটি তাক আবিষ্কার করেন গিবসন। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর মাটির জিনিসপত্র উদ্ধার হয় সেখান থেকে। গিবসন ধারণা করলেন, বাইজ্যানটাইন সন্ন্যাসী গুহার দেয়ালে ঐ ছবি এঁকেছে। তারাই গুহার ভেতরে জনের একটি প্রার্থনা স্থান গড়েছিল। এরপর পাওয়া যায় আরেকটু আধুনিক লাল রঙের মাটির পাত্র। জানা যায়, এটি প্রথম রোমান শতাব্দীর।

এই আবিষ্কার থেকে মোড় ঘুরে যায় গুহা খননের। এরপর অজস্র ভাঙা টুকরো পান গিবসন, যা থেকে বোঝা যায় যে, কোনো একটি নিয়ম রক্ষার জন্য ইচ্ছে করে ভাঙা হয়েছিল এসব পাত্র। তিনি একটি পাথর পান, যাতে মানুষের পায়ের ছাপের আকারে খাঁজ আছে, যার আরেক প্রান্তে একটা ছোট বেসিনের মতো। দেখে মনে হয় পায়ে তেল লাগানোর কোনো একটা পন্থা। এসব প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সঙ্গে শোনা প্রচলিত কথা মিলিয়ে গিবসন দাবি করেন, জন স্বয়ং এই গুহাকে ব্যবহার করতেন ধর্ম প্রচারের কাজে।

গিবসন বলেন, "প্রত্নতত্ত্বে কিছুই স্বীকৃত প্রমাণ নয়, এমনকি কোনো লিখিত বস্তুও নয়। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে যতটা সম্ভব আমি প্রমাণ করেছি যে, এই গুহাটি জন ব্যবহার করতেন। অবশ্যই আমার জন্য আরো সুবিধা হতো যদি এখানে এমন কিছু পাওয়া যেত যাতে লেখা 'আমি, জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট, এখানে ছিলাম আর আমার অনুরাগীরা এখানে ধর্মীয় আচার পালন করতো।' কিন্তু বাস্তবে এমন কিছু লেখা থাকে না।"

গিবসনের কিছু সহকর্মী, যারা গুহাটি দেখেছেন তারাও মনে করছেন যে, এই পুরো ব্যাপারটি পর্যটক আকর্ষণের জন্য গিবসন ও কিবুৎজুবা অধিবাসীদের চাল। 'পুরোটাই কল্পনা, প্রত্নতত্ত্ব নয়', বলেন গিবসনের বন্ধু ডেভিড অমিত।

যতদিন না অন্য কেউ গিবসনের দাবির বিপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হাজির করতে পারছেন; পর্যটকরা তো বটেই, বিশ্বাসীদেরও অন্যতম তীর্থস্থান হয়ে থাকবে কিবুৎজুবার গুহাটি। একই সঙ্গে বাইবেলের সত্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টাও ক্রমেই জোরদার হবে-এ কথা বলাই বাহুল্য।